ত্রৈমাসিক
আমিক বার্তা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক, মাদক ও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম আমিক-এর মুখপত্র

মাদকবিরোধী কার্যক্রমে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান

মাদকাসক্তদের সুস্থতা ও মাদকবিরোধী কার্যক্রমে সহযোগিতা প্রদানে বিত্তবানরা এগিয়ে আসুন। মাদকাসক্ত শতাব্দীর এক ভয়াবহ অভিশাপ। দেশের নিম্নবিত্ত, উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণীই মাদকের জালে জড়িয়ে পড়ছে। ইদানীং মাদকদ্রব্যের ধরনে ভিন্নতা এসেছে এবং অভ্যাস ও তার বিস্তৃতি বেড়েছে।

গত ২৭ জানুয়ারি ২০১১ গাজীপুরের রাজেন্দ্রপুরের আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে সুস্থতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথা বলেন।

তারা বলেন, বন্ধু-বান্ধবের প্ররোচনায় বেশির ভাগ লোক মাদক গ্রহণ করে। ধীরে ধীরে তারা সেই মাদকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে হিসাব মতে দেশে বর্তমানে মাদকাসক্ত রয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ। তাদেরকে প্রথম পর্যায়ে যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি মাদকের ভয়াবহতা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়।

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে অতিথি ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের প্রেসিডেন্ট কাজী রফিকুল আলম, ইউনেস্কোর প্রতিনিধি মাহফুজা রহমান, ইউএনওডিসি উপদেষ্টা (এইচআইভি/এইডস) ডাঃ মোজাম্মেল হক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউ কে অফিসের প্রতিনিধি জিনা ফেয়ার ও ডেভিড ফেয়ার, গাজীপুর জেলা তথ্য কর্মকর্তা লিয়াকত হোসেন, মানসিক রোগ চিকিৎসক ডাঃ খালেদা বেগম, ডাঃ আখতারুজ্জামান সেলিম, বাংলাদেশ প্লাস্টিক গুডস ম্যানুফ্যাকচারার্স এন্ড এক্সপোর্টস এসোসিয়েশন-এর সভাপতি মোঃ শাহেদুল ইসলাম হেলাল ও আমিকের সমন্বয়কারী ইকবাল মাসুদ।

আমিক সেন্টারের চিকিৎসায় দুই শতাধিক সুস্থতাপ্রাপ্তদের নিয়ে দিনব্যাপী এই পুনর্মিলনি অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল তথ্য মেলা, আলোচনা সভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং ব্যান্ড শো। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত রোগী, কেন্দ্রে অবস্থানরত রোগী ও দেশী-বিদেশী অতিথিদের নিয়ে আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে দিয়ে দিনটি অতিবাহিত করে।

(বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায়)

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রীর আমিকের তথ্য কেন্দ্র পরিদর্শন

বিশ্ব এইডস দিবস ২০১০ উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের কার্যক্রমের র‍্যালি, সেমিনার ও তথ্য মেলায় আমিক অংশ নেয়। বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে আয়োজিত সেমিনার শেষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ এ. এফ. এম রুহুল হক, এমপি তথ্য কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন। আমিকে তথ্য কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় এইচআইভি ও এইডস ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে জানানো হয়। তিনি মিশন প্রকাশিত এইচআইভি ও এইডস এবং মাদক-এর বিভিন্ন ধরনের উপকরণ দেখেন ও প্রশংসা করেন। মাননীয় মন্ত্রীকে আমিকের প্রকাশিত উপকরণ সম্বলিত একটি ফোল্ডার দেয়া হয়। এ সময় তথ্য কেন্দ্রে আমিকের কো-অর্ডিনেটর, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, প্রোগ্রাম অফিসার ও অন্যান্য কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদকীয়

বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে এইচআইভি ও এইডস পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত থাকলেও দিন দিন আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। যৌনকর্মী, তাদের খরিদ্দার, পুরুষসমকামী, ও সুঁচের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী এই চারটি বিশেষ শ্রেণীর জনগোষ্ঠী বেশি ঝুঁকির মধ্যে আছে। এরা ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। এছাড়া নেশার টাকা জোগাড় করতে নিয়মিতভাবে ভাইরাস আক্রান্ত রক্ত বিক্রি করে সাধারণ রক্তগ্রহীতাদের মধ্যে এইচআইভি জীবাণু ছড়িয়ে দিচ্ছে।

১৯৮৯ সালে বাংলাদেশে প্রথম একজন পুরুষের শরীরে এ ভাইরাস ধরা পড়ে। ১৯৯১ সালে এ-সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৯-এ। বাংলাদেশ সরকারের মতে, ২০১০ পর্যন্ত দেশে মোট এইচআইভিতে আক্রান্তের সংখ্যা ২০৮৮ এবং এইডস আক্রান্তের সংখ্যা ৮৫০ এবং মৃতের সংখ্যা ২৪১। শিরায় মাদকগ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি, যা শতকরা ৭.১%। যেভাবেই এই সংখ্যা নির্ধারণ করা হোক না কেনো, তা দেশের সকল মানুষের এইচআইভি পরীক্ষার ফলাফল নয়। কেবলমাত্র সার্ভিলেন্স/গবেষণায় স্বেচ্ছায় পরীক্ষা করতে আসা মোট মানুষকে আবর্তন করেই এই পরিসংখ্যান তৈরি করা হয়েছে। এতোগুলো মৃত্যু এবং মৃত্যুর অপেক্ষারত অসহায় মানুষগুলো যেসব কারণে আজ এঅবস্থার মুখোমুখি তা আরেকবার স্মরণ করা যেতে পারে।

এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন আমিক-এর মাধ্যমে ১৯৯০ সাল থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে তিনটি প্রকল্পের মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী, মহিলা যৌনকর্মী এবং এদের যৌনসঙ্গীদের সেবা প্রদান করছে। এই প্রকল্প গুলোর মাধ্যমে অন্যান্য বছরের ন্যায় বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপশি আমিক এইচআইভি ও এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পেরে আনন্দিত। এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রমে যারা আমিককে সহযোগিতা প্রদান করছে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

১ম বর্ষ ■ ৩য় সংখ্যা ■ জানুয়ারি-মার্চ ২০১০

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
মশিউর রহমান, নূর শাহানা, মাহ্ফিদা দীনা রুবাইয়া

গ্রাফিক্স ডিজাইন
সেকান্দার আলী খান

আমিক বার্তা প্রকাশে যারা আর্থিক সহায়তা করেছেন
মোঃ রমিজ উদ্দিন, মারিয়া রড্রিক, ফয়জুল ইসলাম ভূঁইয়া, মোঃ রশিদ সরকার, মোঃ ইকবাল, আবুবকর সিদ্দিকী।

র‍্যালি ও আলোচনা সভা ও অন্যান্য কর্মসূচির মধ্য দিয়ে বিশ্ব এইডস দিবস পালন

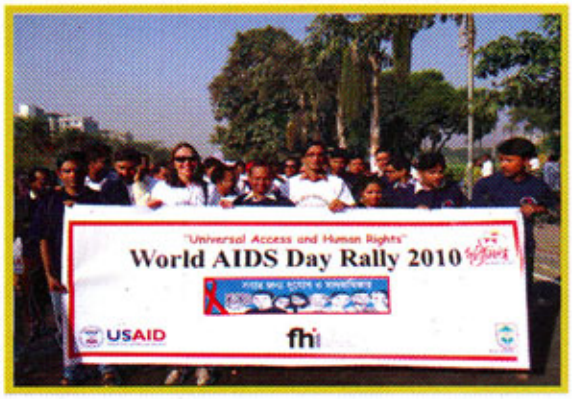

১৯৯০ সাল থেকে প্রতিবছর ডিসেম্বর মাসের ১ তারিখে মিশন বিশ্ব এইডস দিবস পালন করে আসছে। এ বছরও সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে বিশ্ব এইডস দিবসের ২১ বছর। অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সুশীল সমাজ দিবসটি পালন করেছে। জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ছিল র‍্যালি, আলোচনা সভা ও তথ্য মেলা।

আমিক মধুমিতা প্রকল্প থেকে রিকোভারীসহ ৪০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী জাতীয় র‍্যালিতে যোগ দেয়। র‍্যালিটি মানিকমিয়া এভিনিউ থেকে শুরু হয়ে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে পৌছে। র‍্যালি শেষে বঙ্গবন্ধু সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত আলোচনা সভায় আমিক মধুমিতা প্রকল্প, এইচ-১৩ প্রকল্প ও প্রিজন ইন্টারভেনশন-এর কর্মীরা অংশ নেয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী অধ্যপক, আ.ফ.ম রুহুল হক, বিশেষ অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক সৈয়দ মোদ্দাচ্ছের আলী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডাঃ ক্যাপ্টেন (অবঃ) মুজিবর রহমান ফকির, সভায় সভাপতিত্ব করেন এ কে এম আমির হোসেন।

মধুমিতা প্রকল্পের আলোচনা সভা

১ ডিসেম্বর আমিক মধুমিতা সেন্টারে বিশ্ব এইডস দিবস ২০১০ উদযাপন উপলক্ষে পৃথক দু'টি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অংশগ্রহণ করেন সেন্টারে অবস্থানরত রোগী; রিকোভারী ও অত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ। প্রকল্প ব্যবস্থাপক নাজমুল হক শামীম দিবসটি তাৎপর্য তুলে ধরেন. তিনি বলেন, এইচআইভির সাথে মানবাধিকারের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। এইচআইভি আক্রান্ত রোগী এবং এইচআইভি'র ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার, তথ্য ও অত্যাবশ্যকীয় সেবা নিশ্চিত করতে সমাজের সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।" মেডিকেল অফিসার ডাঃ মাহাবুব রহমান বলেন, এইচআইভি কী, কীভাবে ছড়ায় এবং সংক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষার উপায় এই তিনটি বিষয়ে সাধারণ তথ্য এইচআইভিমুক্ত থাকার প্রধান উপায়। সেন্টার ম্যানেজার মোঃ গোলাম রসুল বলেন, এইডস সম্পর্কে জানতে হবে, জানাতে হবে, রক্ষা করতে হবে ভবিষ্যত বংশধরকে।

(১ম পৃষ্ঠার পর) সুস্থতা ও মাদক বিরোধী কার্যক্রমে...

উল্লেখ্য দেশের ক্রমবর্ধমান মাদকদ্রব্য ব্যবহারের ভয়াবহতা প্রতিরোধে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের পাশাপশি ২০০৪ সালে গাজীপুর জেলার রাজেন্দ্রপুরে ৫ বিঘা জমির ওপর ইউনেস্কোর সহযোগিতায় মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। মাদক ব্যবহারকারীদের চিকিৎসা সেবার পাশাপশি আর্থিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করার জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন ইউ কে অফিসের সহযোগিতায় ২০০৮ সালে একটি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৯৯০ সাল থেকে মাদক প্রতিরোধে বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রমের পাশাপাশি যশোর, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সাভারে মাদক ব্যবহারকারীদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে।

গাজীপুর জেলা কারাগারে আলোচনা সভা

বিশ্বব্যাপী এইডস একটি সমস্যা এবং সবাই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার। ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে যখন সবাই দিনটিকে পালনে ব্যস্ত তখন গাজীপুর জেলা কারাগারেও যথাযথভাবে এই দিবসটিকে সামনে রেখে এইডস-এর ভয়াবহতা ও সচেতনতা নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। গত ২ ডিসেম্বর গাজীপুর জেলা কারাগারের দরবার হলে কারারক্ষী, ডেপুটি জেলার এবং আমিকের এইচ-৭১ প্রকল্পের সদস্যরা আলোচনায় অংশ নেন। কারারক্ষী ও ডেপুটি জেলারগণ এইচআইভি ও এইডস সম্পর্কিত অনেক প্রশ্নের উত্তর জানতে চান এবং কিছু ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে আলোচনা করেন। কারাগারের প্রত্যেকে বিশ্ব এইডস দিবস পালনের ব্যাপারে ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেন এবং তারা বলেন এইচ-৭১ প্রকল্পের কার্যক্রম যদি পরবর্তীতে বন্ধ হয়েও যায় তবে তারা নিজেরা বিশ্ব এইডস দিবস পালন করবেন।

বরিশাল কারাগারে আলোচনা সভা

গত ৫ই ডিসেম্বর বরিশাল বিভাগের কেন্দ্রীয় কারাগারে বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপনের লক্ষ্যে কারা কর্মকর্তা, কারারক্ষী ও বন্দীদের নিয়ে এক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানটি কারাগারের বন্দীদের মাঝে আগ্রহ ও উৎসাহের সৃষ্টি করে। বন্দীরা অনুষ্ঠানটি উৎযাপনের জন্য নিজস্ব বাগানের ফুলের তোড়া তৈরি করে এবং স্টেজ সাজায়। পুরনো বন্দীদের মধ্যে অনেকেই বলেন বরিশাল কারাগারে এইচআইভি নিয়ে এটাই প্রথম আয়োজন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত সিনিয়র জেল সুপার জনাব ছগির মিয়া মাদক ও এইচআইভি'র ভয়াবহতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন মাদকসেবীরা এইচআইভির জন্য খুবই ঝুঁকিপূর্ণ এবং আমাদের সবার উচিত সচেতন থাকা।

কেন্দ্রীয় কারাগারের জেলার জনাব মোঃ শহীদুল ইসলাম বিশ্ব এইডস দিবস এর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা ব্যক্ত করেন। ডেপুটি জেলার মোঃ লুৎফর রহমান বিশ্ব এইডস দিবস সম্পর্কীত তথ্য ও ধারণা পত্র পাঠ করেন। সেখানে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বর্তমান এইচআইভি ও এইডস পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয়। অনুষ্ঠানটি সার্বিক পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানে আমিকের এইচ-৭১ প্রকল্পের জাহিদ ইকবাল ও আবদুল কাদের সহযোগিতা করেন। কারা কর্তৃপক্ষ আমিকের কার্যক্রমের অত্যন্ত প্রসংশা করেন এবং সহযোগিতার মনোভাব ব্যক্ত করেন।

এইচ-১৩ প্রকল্পে আলোচনা সভা ও র‍্যালী

বিশ্ব এইডস দিবস ২০১০ উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় পর্যায়ে কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গাজীপুর জেলায় অনুষ্ঠিত র‍্যালি ও সেমিনারে আমিকের "প্রিভেনশন অফ ট্রান্সমিশন অফ এইচআইভি এন্ড ড্রাগ ইউজারস ইন সার্ক কান্ট্রিস (এইচ-১৩)" প্রকল্প হতে অংশ নেয়। ১লা ডিসেম্বর গাজীপুরের সিভিল সার্জন-এর প্রতিনিধিত্বে সিভিল সার্জনের কার্যালয় হতে র‍্যালিটি শুরু হয়। র‍্যালিটিতে এইচ ১৩ প্রকল্পের কর্মী ও প্রকল্পের লক্ষিত জনগোষ্ঠীসহ মোট ১৫ জন অংশ নেয়। র‍্যালিটি সিভিল সার্জন কার্যালয় হতে শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে সিভিল সার্জন কার্যালয়ে ফিরে আসে। র‍্যালি শেষে সিভিল সার্জন অফিসের হল রুমে শুরু হয় সেমিনার। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ জয়নুল আবেদিন তালুকদার, সিভিল সার্জন, গাজীপুর। উক্ত সেমিনারে এইচ-১৩ প্রকল্পের সোসাল ওয়ার্কার ও পিয়ার আউটরিচ কো-অর্ডিনেটর অংশ নেয়।

(বাকী অংশ ৪র্থ পৃষ্ঠায়)

(৩য় পৃষ্ঠার পর) এইচ-১৩ প্রকল্পে আলোচনা সভা...

ঝুঁকিপুর্ণ জনগোষ্ঠির এইডস দিবস উৎযাপন

'সবার জন্য সুযোগ ও মানবাধিকার' এই প্রতিপাদকে সামনে রেখে বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে এইচ-১৩ প্রকল্পে সেবা গ্রহণকারী হেলেনা ও মালেকা তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। হেলেনা বলেন, সবার জন্য জানার সুযোগ থাকতে হবে। আমরা যদি না জানি এইচআইভি এইডস কি? তাহলে সতর্ক থাকা যাবে না। মালেকা বলেন, এইডা কোন ছোঁয়াচে অসুখ না। ২ ডিসেম্বর সকাল ১১টায় ভুরুলিয়া এলাকায় ৪১ জন উপকারভোগীর উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার, সোসাল ওয়ার্কারসহ আউটরিচ কো-অর্ডিনেটর ও আউটরিচ ওয়ার্কার উপস্থিত ছিল। এইচ ১৩ প্রকল্পের গাজীপুরে ১৪টি কর্ম-এলাকার ভুরুলিয়া একটি। এখানে আরএসপি (পুরুষ মাদকাসক্ত ব্যক্তির নিয়মিত যৌনসঙ্গী) ২৫ জন। আলোচনা সভায় আরএসপি ছাড়াও ১৬ জন মহিলা ও কিশোরী উপস্থিত ছিল।

আমিক সেন্টারে আলোচনা সভা

'সবার জন্য সুযোগ ও মানবাধিকার' এই স্লো গানকে সামনে রেখে বিশ্ব এউডস দিবস ২০১০ উপলক্ষে আহছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুরে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্রে মাদক থেকে মুক্ত থাকার জন্য চিকিৎসাধীন আছে ৮০ জন ব্যক্তি। তারা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের মাদক গ্রহণ করেছে। আলোচনা সভায় মাদকাসক্ত ব্যক্তি কিভাবে তার অধিকার বঞ্চিত হয় এবং এইচআইভি ও এইডস-এর ঝুঁকির মধ্যে পড়ে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আলোচনায় অংশ নেয় ভারপ্রাপ্ত সেন্টার ম্যানেজার মশিউর রহমান, কাউন্সেলর মীর সাইফুল ইসলাম কাজল ও প্যারামেডিক জহুরুল ইসলাম সরকার। মুক্ত আলোচনা পর্বে তারা চিকিৎসারত রোগীদের 'মাদকের সাথে এইডস-এর সম্পর্ক' বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উওর দেন। এ সভায় কামরুজ্জামান মনি, রকিবুল ইসলাম রবিন, ফারুক হোসেনসহ সকল স্টাফ উপস্থিত ছিলেন।

আমিক মধুমিতা সেন্টার ময়মনসিংহে র‍্যালি ও আলোচনা সভা

১ ডিসেম্বর ছিল বিশ্ব এইডস দিবস। এবার স্লোগান ছিল 'সবার জন্য সুযোগ ও মানবাধিকার' এই স্লোগানকে সামনে রেখে আমিক মধুমিতা প্রকল্প, ময়মনসিংহ সেন্টারে র‍্যালি ও সেন্টারে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ময়মনসিংহ শহরে টাউন হল মোড় থেকে জেলা প্রসাশক ও সিভিল সার্জন-এর নেতৃত্বে র‍্যালিটি শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে রেল স্টেশন কৃষ্ণচূড়া চত্বরে গিয়ে শেষ হয়। র‍্যালিটিতে আমিক মধুমিতা প্রকল্পের স্টাফ ও রিকভারিরা যোগ দেন।

মাদক বিরোধী টুয়েন্টি-টুয়েন্টি ক্রিকেট ম্যাচ

গত ২৫ ডিসেম্বর ২০১০ শনিবার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র রাজেন্দ্রপুর গাজীপুর কেন্দ্রের নিজস্ব মাঠে আমিক একাদশ এবং প্রজ্ঞা একাদশের মধ্যে একটি টুয়েন্টি-টুয়েন্টি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। প্রজ্ঞা একাদশের অধিনায়ক তাইফুর রহমান এবং আমিক একাদশের অধিনায়ক ইকবাল মাসুদ-এর উপস্থিতিতে টস অনুষ্ঠিত হয়। টসে জিতে আমিক ক্রিকেট একাদশ প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান সোয়েব মাহমুদ ৮ রানে আউট হবার পর সাইফুল আলম কাজলের সাথে জুটি বাধেন আবু রাসেদ বৃন্ত।

বৃন্তর ঝড়ো গতির ৩৬ রান দলের প্রাথমিক বিপর্যয় কাটায়। সাইফুল আলমের ১০ এবং বৃন্ত ৩৬ রানে আউট হবার পর দল আবার বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। অতি দ্রত আরও দুই উইকেট হারানোর পর দলের অধিনায়ক ইকবাল মাসুদ দলের হাল ধরেন এবং ধীর গতিতে ১৮ রান করেন এবং অন্য ব্যাটসম্যানদের পুরা ২০ ওভার খেলে রান সংগ্রহ করতে উৎসাহ প্রদান করেন। দলের ৯৮ রানের সময় অধিনায়কের আউট হবার পরে সর্বশেষ ব্যাটসম্যান রানা ও সাফায়েত ঝড়ো গতিতে ৫৭ রান তুলে প্রজ্ঞা একাদশকে ১৫৬ রানের টার্গেট দেন। প্রজ্ঞা ব্যাট করতে নেমে দ্বিতীয় ওভারে প্রথম উইকেট হারায়। আমিক একাদশের নিয়ন্ত্রিত বোলারদের বোলিং-এর কারণে প্রজ্ঞা একাদশের অনি-৪, সাইদ-০, তৌহিদ-১, সাইফুল-৭, দলের এই সময়ে হাল ধরেন আশরাফ তিনি দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান ২৬ করেন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২১ রান করেন তপু। প্রজ্ঞা একাদশ ১০৪ রান করে ১৯ ওভারে সকলেই আউট হয়ে যায়। খেলার ফলাফল আমিক একাদশ ৫২ রানে জয়ী হয়। আমিক একাদশের আবু রাশেদ বৃন্ত ৩৬ রান ও ৪ উইকেট নিয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন। আমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন বন্ধুরা বিভিন্ন রকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে সারা মাঠ হৈ চৈ-এর মধ্য দিয়ে সারা মাঠ মাতিয়ে রাখেন। তারা দুই দলেরই যারা ভালো ব্যাটিং ও বোলিং করেছে তাদেরকেই উৎসাহ দেন। খেলা শেষে বিজয়ী দলের অধিনায়কের হাতে ট্রফি তুলে দেওয়া হয়। দিনটিতে পুরো সেন্টারে উৎসবের আমেজ বিরাজ করেছিল। চিকিৎসাধীন বন্ধুরা তাদের অনুভূতিতে বলেন মাদকমুক্ত অবস্থায় এই ধরনের বিনোদন আমাদের সুস্থতার সহায়ক হিসেবে কাজ করবে।

যশোর সেন্টারে ফ্যামিলি মিটিং এবং আমিকের ভিডিও ডকুমেন্টারি 'অভিযাত্রী' প্রদর্শন

গত জুলাই ২০১০ সালে আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, যশোর সেন্টারের কার্যক্রম শুরু হয়। মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুরের আদলে পরিচালিত সেন্টারের গত ২১ জানুয়ারি ২০১১ পারিবারিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সেন্টারে অবস্থানকৃত রোগীদের পরিবারের একাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিবারের সদস্যদের মাদকাসক্ত চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং ইতিবাচক মনোভাব তৈরির জন্য আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুর সেন্টারের ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্রটি প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া মিটিংয়ে মাদকাসক্তি, আসক্তের ক্ষতিকর প্রভাব, এর চিকিৎসা পদ্ধতি, চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে পরিবারের ভূমিকা এবং সেন্টারের নিয়ম-নীতি অভিভাবকদের সামনে তুলে ধরা হয়। অভিভাবক সভায় যশোর সেন্টারের কর্মী ছাড়া জনাব ইকবাল মাসুদ, সমন্বয়কারী আমিক, জনাব ডাঃ আনোয়ার হোসেন, মেডিকেল অফিসার এবং মাহ্ফিদা দীনা রুবাইয়া, প্রোগ্রাম অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে কাউন্সেলিং ও দীর্ঘমেয়াদি শেল্টার ও পরিবারের সাথে একত্রিকরণ সেবা প্রদান

আমাদের পরিবার ও সমাজে অসংখ্য নারী ও শিশু প্রতিদিন পাচার, এসিড দগ্ধ, ধর্ষণ, যৌন নিপীড়ন, শারীরিক নির্যাতনসহ নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। এ ধরনের নির্যাতনের ভয়াবহতা, কষ্ট, যন্ত্রণা বা ক্ষতির পরিমাপ করা আমাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। এর পরিণাম এতটাই ভয়াবহ যে, শিশুদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা বাধাগ্রস্থ হয়, অনেকে সমাজ বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, পরিণত হয় পথশিশুতে, বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে, মানসিক ভারসাম্যও হারিয়ে ফেলে, আবার অনেকে মৃত্যুকেই সমাধানের পথ হিসেবে বেছে নেয়। পেশাগত সেবা প্রদানের মাধ্যমে নির্যাতিত নারী ও শিশুকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ পুলিশ তেজগাঁও থানা সংলগ্ন ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের কার্যক্রম শুরু করে। ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন- ভিকটিমকে সম্মানের সাথে গ্রহণ, ভিকটিম-এর অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা। আইনগত প্রক্রিয়া সম্পর্কে ভিকটিমকে অবহিত করা। জরুরি চিকিৎসা সেবা প্রদান, তদন্ত কার্যক্রমে সহায়তা করা, দীর্ঘমেয়াদি (সেল্টার, লিগ্যাল এইড, শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা, পরিবারে একত্রিকরণ) সহায়তার জন্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় রেফার করা ও সর্বোচ্চ পাঁচদিন পর্যন্ত ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারে অবস্থান ইত্যাদি প্রদান করে আসছে।

ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টারের এ কার্যক্রমের সাথে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে কাউন্সেলিং ও দীর্ঘমেয়াদি শেল্টার ও পরিবারের সাথে একত্রিকরণ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি মাসের ৪ টি কর্মদিবসে (প্রতি সোমবার) আমিক হতে একজন কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করে আসছে। জুলাই ২০০৯ হতে জানুয়ারি ২০১১ পর্যন্ত ৭০ জন ব্যক্তির সাথে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করেছে। মিশনের শেল্টার হোম, যশোর এ দীর্ঘমেয়াদি শেল্টারের জন্য ৭ জন ছেলে শিশু ও ১১ মেয়ে শিশু গ্রহণ করা হয়েছে। এই ১৮ জন শিশুর মধ্যে ৬ জনকে তাদের পরিবারে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে, ২ জনকে সোসাল ওয়েলফেয়ার শিশু পুনর্বাসন কেন্দ্রে দেয়া হয়েছে এবং ১০ জন শেল্টার হোমে অবস্থান করছে।

ফসলের জমিতে তামাক চাষ: খাগড়াছড়িতে পুষ্টি, অর্থনৈতিক ও জীববৈচিত্র্য বিপর্যয়ের হাতছানি

(রিপোর্ট: জাহিদ ইকবাল)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত পাহাড়-অরণ্যে ঘেরা একটি জেলা খাগড়াছড়ি। যুগ যুগ ধরে পাহাড়ী মানুষ এই জেলায় চাষবাস ও অরণ্যকেন্দ্রিক অর্থনীতির দ্বারা জীবন-যাপন করে আসছে। যদিও তাদের দীর্ঘদিনের জীবন-যাপন ও অভ্যাসের মাঝে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। দৈনন্দিন কৃষি কাজের মাঝে হঠাৎ করেই স্বার্থান্বেষী বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানীগুলো এই এলাকায় তামাক চাষের প্রচলন ঘটাচ্ছে। তারা সহজ সরল পাহাড়ী কৃষকদের অগ্রীম টাকা দিয়ে তামাক চাষে উদ্বুদ্ধ করছে। পাহাড়ী কৃষকরা তাদের চিরপরিচিত ও দীর্ঘ দিনের অভ্যস্ত কৃষিপণ্য ও সবজির চাষ থেকে দূরে চলে আসছে। ধান, ভুট্টা, নানা ধরনের সব্জি, কলা এবং আনারসের চাষ তাদের প্রধান কৃষিপণ্য হিসেবে উৎপাদিত হয়ে আসছিল। কিন্তু সিগারেট কোম্পানীগুলোর অশুভ দৃষ্টি ও অধিক মুনাফা লাভের জন্য খাগড়াছড়ির একটি উপজেলা দীঘিনালার অনেক পাহাড়ী কৃষক তামাক চাষে জড়িয়ে পড়েছে। শত শত একর ফসলি জমিতে ধান, সবজি, কলা, আনারসের চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেছে। দীঘিনালা উপজেলা ও খাগড়াছড়ি সদরের পাশেই বেতছড়ি এলাকায় সরেজমিনে দেখা গেছে এবং সেখানকার মানুষের সাথে কথা বলে জানা গেছে তামাকের নিঃশব্দ ও ভয়াবহ পদচারণা। সেখানকার মানুষেরা নিজেদের প্রয়োজনের বাইরে শুধুমাত্র সিগারেট কোম্পানীগুলোর স্বার্থে ও প্ররোচনায় তামাক চাষ করছে। ফলে প্রচলিত কৃষি পণ্য ও সবজি চাষ বন্ধ হওয়ার উপক্রম।

সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারা দুঃখের সাথে বলেছেন, '*আমাদের এলাকায় পূর্বে ৩/৪ টাকা কেজি দরে মুলা এবং ৬/৭ টাকায় মাঝারি আকারের পাতাকপি বা ফুলকপি পাওয়া যেত। এখন তামাক চাষের ফলে সেই মুলা ৮/৯ এবং ১০/১২ টাকায় কপি কিনতে হয়। আমরা সবাই স্বল্প আয়ের মানুষ, ঠিকমতো শাক-সবজি কেনা হচ্ছে না। আমাদের খাওয়া-দাওয়ায় কষ্ট হচ্ছে। আমরা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছি এবং শাক-সবজি যথেষ্ট পরিমাণে পাচ্ছি না কারণ উৎপাদন কমে গেছে।*'

(বাকী অংশ ৭ম পৃষ্ঠায়)

আপনার সেবায়
সারাদেশেই রয়েছে
হামদর্দের চিকিৎসা ও
বিক্রয় কেন্দ্র

আপনারই ঐতিহ্যে
১৯০৬-২০০৬
হামদর্দ
১০০ বছর
স্বাস্থ্য সেবা শিক্ষা
হামদর্দ

হামদর্দ ১০৫ বছরে
আপনার পরীক্ষিত,
বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু

আপনি কি সুস্থ, সবল, সুন্দর ও দীর্ঘ জীবন কামনা করেন ?

তাহলে আজই হামদর্দ চিকিৎসা কেন্দ্রে আসুন
হামদর্দের সুযোগ্য চিকিৎসক সর্বদা আপনার সেবায় নিবেদিত

ব্যবস্থাপত্রের জন্য কোন ফি নেয়া হয় না

হামদর্দ

হামদর্দ ল্যাবরেটরীজ (ওয়াক্‌ফ) বাংলাদেশ

হামদর্দ ভবন, ৯৯, বীর উত্তম সি, আর দত্ত সড়ক, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, ফোন: ৯৬৬৫৯৬৫-৬

(৫ম পৃষ্ঠার পর) সবজির পরিবর্তে তামাক...

খাগড়াছড়ি শহরের পাশেই বেতছড়ি এলাকায় ঘুরে দেখা গেছে, সেখানেও তামাকের চাষ করা হচ্ছে। পাহাড়ী আদিবাসীরা অনেক আগে থেকেই নিজেদের প্রয়োজনে তামাক চাষ করতো। সেটা নিজেদের ধূমপানের জন্য।

দাওয়া নামের একধরনের ধুমপান করার উপকরণ তারা নিজেরা বাঁশ দিয়ে তৈরি করে এবং নিজেদের প্রয়োজনীয় তামাকও তারা উৎপাদন করে স্বল্প পরিমাণে। কিন্তু সিগারেট কোম্পানিগুলোর কারণে ব্যাপকভাবে তামাকের চাষ হওয়ায় সেখানকার জীব-বৈচিত্র্যেও এর প্রভাব পড়ছে। বেতছড়ির স্থানীয় বর্ষীয়ান বাসিন্দা সমরজ্যোতি চাকমা বলেছেন, *"মনা (ময়না) বেরেশ (ফিঙে) দুধপেক (বুলবুলি) পাখী আগে অনেক ছিল। তামাক চাষ শুরু হওয়ার পর পাখীও কমে গেছে।"*

তামাক পাতা সংগ্রহ এবং বিশেষ ধরনের চুলায় এটাকে শুকানোর প্রক্রিয়া এই এলাকায় নতুন। তাদের জীবন যাত্রায়ও এটা নতুন ধরনের কাজ। এই কাজ করার ফলে দৈনন্দিন অন্যান্য কাজ ব্যহত হচ্ছে। বেতছড়ির একজন বাসিন্দা অরিন্দম চাকমা, তিনিও তামাক চাষের সাথে জড়িত। তিনি বলেছেন, আমরা তামাক চাষ করে স্বল্প সময়ে অধিক লাভবান হচ্ছি কিন্তু জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা কিন্তু ভয়ে আছি। যুগ যুগ ধরে আমরা যেভাবে ছিলাম এবং চাষবাস করেছি সেটাই আমাদের জন্য ভালো ছিল।

কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পিয়ার ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ

'রাখিবো নিরাপদ, দেখাবো আলোর পথ' এই প্রতিশ্রুতিকে সামনে রেখে বাংলাদেশ কারা অধিদপ্তর বিভিন্ন কারাগার পরিচালনা করে আসছে। সেখানে কারাদণ্ডপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন অনেক ব্যক্তি রয়েছে। এই সমস্ত বন্দীদের মাঝে এইচআইভি, যৌনরোগ, হেপাটাইটিস বি, সি, ও মাদকাসক্তিসহ অন্যান্য রোগ ও ইতিবাচক জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে আমিক, এইচ-৭১ প্রকল্প গাজীপুর ও বরিশাল কারাগারে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠভাবে ও সমস্ত বন্দীদেরকে এর আওতায় আনার জন্য "পিয়ার ভলান্টিয়ার" প্রশিক্ষণ শুরু করা হয়েছে।

মোট ৪টি দল তৈরি করা হয়েছে যেখানে ২০ জন করে বন্দীকে নেয়া হয়েছে, যারা পিয়ার ভলান্টিয়ার। এদের মধ্যে একটি দল মহিলা বন্দীদের নিয়ে গঠিত।

দলগুলোর নামকরণ করা হয় যথাক্রমে- ওএসটি দল, এসটিআই দল, এআরভি দল এবং এইচআইভি দল। পিয়ার ভলান্টিয়ারদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা অন্যান্য বন্দীদের মাঝে প্রশিক্ষণের বিষয়গুলো আলোচনা করবে, যার মাধ্যমে তারা নিজেরা ও অন্যেরা নিরাপদ থাকবে।

প্রকল্পের অংশ হিসেবে গত ১৩ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১১ প্রথম দল "ওএসটি"-এর পিয়ার ভলান্টিয়ার ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে এইচ-৭১ প্রকল্পের সদস্য এবং ইউএনওডিসি'র এইচআইভি/এইডস অ্যাডভাইজার ডাঃ মোজাম্মেল হক উপস্থিত ছিলেন। তিনি বন্দীদের সাথে বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য ও আচরণ সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলাপ করেন। বন্দীদের মাঝে এইচআইভির বিস্তার রোধে কি করা প্রয়োজন সে বিষয়টি নিয়েও আলাপ করেন। বন্দীরা সে সময় আন্তরিক ও খোলামেলা আলোচনা করেন। দলীয় কাজের মাধ্যমে বন্দীরা ঠিক করেছেন যে, তারা সপ্তাহে ৩দিন দলগতভাবে আলোচনা করবেন এবং প্রত্যেকে কমপক্ষে ১০জন বন্দীর সাথে প্রশিক্ষণের বিষয় নিয়ে কথা বলবে এবং তাদের সচেতন করবেন।

জীবন বীমা শিল্পে পপুলার লাইফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব বি.এম ইউসুফ আলী বর্ষসেরা ব্যবস্থাপনা পরিচালক "অর্থকণ্ঠ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড-২০১০" প্রাপ্তিতে

আমাদের প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে বিজনেস ম্যাগাজিন অর্থকণ্ঠ কর্তৃক আয়োজিত "দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার ও ব্যবসায়ীদের করণীয়" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং একই সাথে বিজনেস পারফরমেন্স এর জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে "অর্থকণ্ঠ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড -২০১০" প্রদান করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী লে. কর্ণেল (অব.) ফারুক খান এম.পি। বিশেষ অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি এ.কে. আজাদ। অর্থকণ্ঠ ম্যাগাজিনের সম্পাদক ও দৈনিক যুগান্তরের চিফ রিপোর্টার রফিকুল ইসলাম রতনের সভাপতিত্বে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন টিসিবির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সরওয়ার জাহান তালুকদার, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের মধ্যে কাজী ফারুক, হাজী মোঃ গোলাম মাওলা, আনোয়ার হাবিব, কামালউদ্দীন আহমেদ এবং অধ্যাপক ড. সেলিম রায়হান ও অর্থকণ্ঠের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এনামুল হক এনাম। অনুষ্ঠানে জীবন বীমা শিল্পে পপুলার লাইফের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব বি. এম ইউসুফ আলীকে বর্ষসেরা ব্যবস্থাপনা পরিচালক "অর্থকণ্ঠ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড-২০১০" প্রদান করা হয়। ছবিতে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রীর নিকট থেকে বি.এম ইউসুফ আলীকে "অ্যাওয়ার্ড" গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে।

জীবন বীমায় বিশ্বস্ত নাম

পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড

আমিকের নতুন কার্যক্রম 'হোপ ক্লাব'

যখন একজন ব্যক্তি মাদক দ্রব্যের ওপর আসক্ত হয়ে পড়ে তখন ধীরে ধীরে তার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব-কর্মজীবন ইত্যাদি থেকে দূরে সরে আসতে থাকে। আসক্তের এক পর্যায়ে তার সম্পর্ক থাকে শুধু মাদকের সাথে।

মাদকাসক্তের চিকিৎসায় কেবল মাদক গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস বা না করাই যথেষ্ট নয়। একজন আসক্ত ব্যক্তির সুস্থ হওয়ার অর্থ হচ্ছে মাদক গ্রহণ থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকা, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার এবং সামাজিক কাজ কর্মে পূর্ণাঙ্গ অংশ গ্রহণের অবস্থায় ফিরে যেতে সহযোগিতা করা। চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে রিকোভারিদের কিছু নিয়মের মধ্যে চলতে হয়। আগের বন্ধু ত্যাগ, অন্যদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন, রুটিন অনুযায়ী সময় ধরে চলাফেরা, তার আর্থিক বা সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে কাজ চলতে থাকে।

এ সময় তার সেন্টারের সান্নিধ্য, পুরানো রিকভারিদের গাইডেন্স এবং কাউন্সেলিং এর প্রয়োজন হয়। রিকভারিদের এসব সমস্যার কথা মাথায় রেখে আমিক শ্যামলীস্থ অফিসে হোপ ক্লাব-এর কার্যক্রম শুরু করা হচ্ছে। হোপ ক্লাব-এর মাধ্যমে তারা পারিবারিক বা ব্যক্তিগত জীবনে সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণ, বই পড়ার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সুস্থ বিনোদনের সুযোগ পাবে, কম্পিউটার ব্যবহার সুযোগের মাধ্যমে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পেতে পারে, কম্পিউটারে তাদের প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারবে, রিকভারিদেরকে বন্ধু হিসেবে পাওয়া, সহায়ক দলে তৈরি ও অংশগ্রহণ করা সুযোগ পাবে ইত্যাদি।

গত ৬ জানুয়ারি ২০১১ বিকাল ৪ টায় হোপ ক্লাবের প্রথম প্রস্তুতি সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আহ্ছানিয়া মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের ২০০৪ থেকে ২০১০ এ চিকিৎসাপ্রাপ্ত ব্যক্তিসহ মোট ২৩ জন অংশ নেয়।

মাদক নির্ভরশীলদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণ

মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসার পরবর্তী আর্থিকভাবে সাবলম্বী ও পারিবারিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসন করার জন্য জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত ২৮-৩০ ডিসেম্বর ২০১০ তিন দিনব্যাপী জাতীয় প্রশিক্ষণ কর্মশালা আমিক মধুমিতা প্রকল্পের দুইজন কর্মসূচি সহকারী, একজন পিয়ার ভলেন্টিয়ার ও তিনজন রিকোভারি অংশগ্রহণ করে।

প্রশিক্ষণ শেষে জাতীয় মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণকারীদের সনদপত্র ও ১০০টি মাশরুম বীজ প্রদান করে। যার মাধ্যমে গেন্ডা সাভার মধুমিতা সেন্টারে মাশরুম চাষ প্রকল্প উদ্বোধন করা হয়। উক্ত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের (আমিক) সমন্বয়কারী ও মধুমিতা প্রকল্পের টিমলিডার ইকবাল মাসুদ, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যপক শাহ্ আলম ভূইয়া, আমিক-মধুমিতা প্রকল্পের প্রকল্প ব্যবস্থাপক নাজমুল হক শামীম ও শাম্মী আক্তার (বাবলী)। উক্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মধুমিতা প্রকল্পের সাভার সেন্টারের সেন্টার ম্যানেজার মোঃ গোলাম রসুল, পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াত করেন রিকোভারি মহাসিন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন দেবাশীষ হালদার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেন্টারে অবস্থানরত ৪১ জন চিকিৎসারত রোগী ও মধুমিতা সাভার সেন্টারের সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণ।

বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ

বৃহত্তর বরিশাল বিভাগের কেন্দ্রীয় কারাগারটি বরিশাল সদরে অবস্থিত। এটি অন্যান্য জেলা কারাগারের তুলনায় বেশ বড় এবং বন্দীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার দুইশত। এর মধ্যে নারী বন্দী রয়েছে একান্ন জন। বন্দীদের মাঝে মাদকাসক্তি, এইচআইভি ও যৌনরোগ প্রতিরোধের জন্য গত ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি "আমিকের" প্রিজন ইন্টারভেনশন প্রকল্পের অধীনে বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শেষ হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো কারা কর্মকর্তা ও কারারক্ষীরা যাতে বন্দীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে পারেন।

বন্দীদের সাথে তাদের সার্বক্ষণিক যোগাযোগ ও সেবা প্রদানের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। কারা কর্মকর্তা ও কারা রক্ষীরা প্রায় সকল বন্দীদের চেনেন ও তাদের সম্পর্কে জানেন। যার ফলে তারা বন্দীদের জন্য ভালো বা উপযুক্ত প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারবেন।

প্রশিক্ষণে সহায়তাকারী সাইট অফিসার আব্দুল কাদের গায়েন কারা কর্মকর্তাদের সহায়তায় বন্দীদের নিয়ে চারটি "পিয়ার ভলান্টিয়ার" দল তৈরির জন্য নাম ঠিক করেন। দলগুলোকে এইচআইভি প্রতিরোধ দল, যৌনরোগ প্রতিরোধ দল, মাদকাসক্তি প্রতিরোধ দল ও যক্ষ্মা প্রতিরোধ দল হিসেবে নামকরণ করা হয়।

আমিক, বাড়ি- ৩/ডি, সড়ক-১ শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং শব্দকলি প্রিন্টার্স, ৭০ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট কাঁটাবন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৮১৫১১১৪, ই-মেইল: info@amic.org.bd, Web: www.amic.org.bd